بسم الله الرحمن الرحيم

সুইডেনের মালমো শহরে নবনির্মিত মাহমুদ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ই মে, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করে বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (সূরা আত্-তওবা: ১৮)

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (সূরা আল্-হাজ্জ: ৪২)

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ'র। আল্লাহ্ তা'লা আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুইডেনকে তাদের দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দিয়েছেন। এর নাম রাখা হয়েছে মসজিদে মাহমুদ। নারী-পুরুষ সকলেই এই মসজিদ নির্মাণের প্রেক্ষাপটে পরম আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন, মাশাআল্লাহ্। এখানকার জামাত একটি ছোট্ট জামাত, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি তাদের জন্য অনেক বড় একটি প্রকল্প ছিল। এখানে অনেকেই আছে যাদের আয়-উপার্জন নেই। অনেকেই বয়োঃবৃদ্ধ। এছাড়া শিশু এবং গৃহিনীরাও রয়েছেন। কিন্তু যেখানে আয়-উপার্জনকারীরা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন আর মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধ্যমত আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন সেখানে মহিলা এবং শিশুরাও পিছিয়ে থাকেন নি আর আল্লাহ্র গৃহ নির্মাণের জন্য ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমন কে আছে যার কোন চাওয়া-পাওয়া নেই, কামনা-বাসনা নেই? কে আছে যার কোন চাহিদা নেই? আর বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন অগণিত জাগতিক এবং বৈষয়িক জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সেখানে আহমদীদের আর্থিক কুরবানী দেখে মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। এখানে শুধু একটি মসজিদ নির্মাণেরই প্রশ্ন নয়, মসজিদ নির্মাণ, নামায সেন্টার নির্মাণ এবং ক্রয়, মিশন হাউস নির্মাণ এবং ক্রয়ের পরিকল্পনা একটি চলমান কাজ। এছাড়াও অগণিত খরচ এবং ব্যয়ের খাত রয়েছে আর পৃথিবীর সর্বত্র এ কাজ চলছে এবং হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য চাঁদাও একই সাথে দিতে হচ্ছে। নিজেদের চাহিদা পূরণ এবং নির্মাণ ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল আহমদীরা দরিদ্র দেশে বসবাসকারী আহমদীদের অভাব মোচনের জন্যও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করছেন বা দরিদ্র বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীদের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তাদের কুরবানী এবং ত্যাগের পর যে ঘাটতি থেকে যায় তাও স্বচ্ছল আহমদীরা পূরণ করে সেসব দেশের প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। যাহোক, আহমদীয়া জামাতে বহু এমন মানুষ রয়েছেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যাদের ধাত এবং

প্রকৃতি হলো, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের জন্য তারা ব্যাকুল থাকেন, সুযোগ সন্ধান করেন আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে জামাতের জন্য। আর আর্থিক ব্যয়ের এটি সেই ইসলামিক প্রেরণা এবং চেতনা যা এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস আমাদের মাঝে সঞ্চার করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানী দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তেমনিভাবে আজও এমন কুরবানী আমাদেরকে বিস্ময়াভিভূত করে, আর এসব কিছু খোদার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত খোদার প্রতিশ্রুতিরই পূর্ণতা। আল্লাহ্ তা'লা তার চাহিদা পূরণ করার নিজেই ব্যবস্থা নিবেন। এই মসজিদ নির্মাণ এবং ওপরে আবাসনের ব্যবস্থা, অফিস ভবন, পাঠাগার ইত্যাদির পিছনে যে ব্যয়ের হিসাব দেয়া হয়েছে তাহলো সাড়ে সাঁইত্রিশ মিলিয়ন ক্রোনার অর্থাৎ ৩.২ মিলিয়ন পাউন্ড বা সোয়া তিন মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়েছে। হল, মুরুব্বীর বাসগৃহ, রান্নাঘর ইত্যাদিও নির্মিত হয়েছে। হলের ফিনিশিংয়ের কাজ এখনো চলছে। ব্যবস্থাপকদের ধারণা হলো, আরো কিছু ব্যয় হবে এবং সেজন্যে আরো আট দশ মিলিয়ন ক্রোনার প্রয়োজন হবে। অনেক কাজ আমরা ওয়াকারে আমলের মাধ্যমেও সমাপ্ত বা সমাধা করি, যেভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অধিকাংশ প্রকল্পে করা হয়; এর সুবাদে কিছুটা ব্যয় সাশ্রয়ও হয়। স্বেচ্ছাসেবী বা ভলান্টিয়াররা কাজ করছেন। কেউ কেউ আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা দিন-রাত এখানে অবস্থান করেছেন বা স্বেচ্ছাসেবীরা কিছুক্ষণের জন্য বাসায় গেলেও আবার ফিরে আসতেন যেন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয় আর উদ্বোধন করা সম্ভব হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন কোন জায়গায় আমি যেমনটি বলেছি, কাজ এখনো সমাপ্ত হয়নি। ঠিকাদার বা শ্রমিকরা একবার কোন প্রকল্পে প্রবেশ করলে নিজেদের ইচ্ছা মতই সেখান থেকে বের হয়। এখানকার ব্যবস্থাপকদের এই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত ছিল বা ডাকা উচিত ছিল। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীকারীদের আর সেসব লোকদের উত্তম প্রতিদান দিন যারা এই মসজিদ এবং এই কমপ্লেক্স নির্মাণে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রেখেছেন। খুব সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এতদাঞ্চলের মানুষও এর সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করছে। দু'দিন পূর্বে পত্রিকা এবং রেডিওর প্রতিনিধিরা এখানে এসেছিল। তারাও আমাকে একথাই বলেছে যে, খুবই সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে, আর এই এলাকার সৌন্দর্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ছোট বড় সবাই যেভাবে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, উদাহরনস্বরূপ তার কয়েকটি আমি তুলে ধরছি।

এগার বছর বয়স্কা এক মেয়ে মসজিদের জন্য কয়েকশ' ক্রোনার চাঁদা দেয় এবং বলে যে, বেশ কিছু কাল ধরে পকেট খরচের জন্য যে টাকা সে জমা করছিল তা মসজিদ নির্মাণ খাতে দিতে এসেছে। এগার/বারো বছর বয়স্কা এক মেয়ে আমীর সাহেব বা চাঁদা সংগ্রহকারীদের কাছে আসে এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য পাঁচশ' ক্রোনার প্রদান করে আর বলে, তার কাছে দু'টো তোতা পাখি ছিল যা বিক্রি করে সে এই টাকা মসজিদ খাতে দেয়ার জন্য জোগাড় করেছে। এসব দেশে পোষা জন্তু বা pet রাখার গভীর আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এই আহমদী মেয়ে এখানকার ছেলেমেয়েদের মত তার পোষা

পাখিকে প্রাধান্য দেয় নি বরং আল্লাহ্‌র গৃহ নির্মাণকে নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ বা শখের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। সত্যিকার অর্থে অগ্রগণ্য করার মত বিষয় হলো, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি যা কেবল আহমদী ছেলেমেয়েদের জন্যই বোঝা সম্ভব। শৈশব থেকেই যাদের মুহাম্মদ (সা.)-এর একথা সম্পর্কে সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় যে, **মসজিদ নির্মাণে যে ভূমিকা রাখে সে জান্নাতে নিজের জন্য গৃহ নির্মাণ করে**। তিনি (সা.) একথাও বলেছেন যে, **শহরের সর্বোত্তম জায়গা হলো মসজিদ** আবার এটিও বলেছেন, **বিভিন্ন গোত্রে, শহরে এবং পাড়ায় তোমরা মসজিদ নির্মাণ কর**। এ কারণেই আমরা বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করি। অনেক সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করে যে, এখানে এই মসজিদ কেন নির্মাণ করা হয়েছে, বিশেষত্ব কী, কী কারণে এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে হলো ইত্যাদি? এখানেও এই একই প্রশ্ন করা হয়েছে। এটি মালমো'র কোন বিশেষত্ব নয় বা অন্য কোন স্থানেরও কোন বিশেষত্ব নেই। আমাদের কাজ হলো, মসজিদ নির্মাণ করা যেন যেখানেই কিছু আহমদী রয়েছে তারা একত্রিত হয়ে ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এক মেয়ে ইতেকাফে বসেছিল। সে স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তার গয়না বা অলঙ্কার মসজিদের জন্য দান করে। বাহ্যতঃ খুব দামি কোন গয়না বা অলঙ্কার ছিল না কিন্তু সেই অলঙ্কারই তার একমাত্র মূলধন ও পূজি ছিল যা তার পিতামাতা তাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মেয়ে জামাতের যার হাতে সেই অলঙ্কার তুলে দেয় তাকে জোর দিয়ে বা তাকিদপূর্ণভাবে অনুরোধ করে যে, আমার পিতামাতাকে যেন একথা জানানো না হয়। আরেকজন ওয়াক্‌ফে নও এমন আছে যে নিজের সমস্ত গয়না এবং খরচ হিসেবে যত টাকা সে পেত তার পুরোটাই একটি খামে ভরে পত্র লিখে পিতার বালিশের নিচে রেখে দেয় যে, আমার কাছে শুধুমাত্র এগুলোই রয়েছে, এছাড়া এমন কিছু নেই যা আমি এই মসজিদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থাপন করতে পারি। এছাড়া এমন যুবতী মেয়েরাও রয়েছে যাদের সদ্য বিয়ে হয়েছে, গয়নাগাটি ব্যবহারের স্বাধ ও স্বপ্ন তখনও তাদের অপূর্ণই ছিল। কিন্তু যে গয়নাগাটিই তাদের ছিল তার পুরোটাই মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তারা উৎস্বর্গ করেন। অনেক মহিলার স্বামীরা অনেক বড় অংকের ওয়াদা পূর্বেই করে রেখেছেন এবং পরিশোধও করেন, এসব মহিলারাও নিজেদের গয়নাগাটি এবং তাদের কাছে যত মূলধন-পূঁজি ছিল তার পুরোটাই মসজিদ খাতে দিয়ে দেন। আমাকে জানানো হয়েছে, দু'জন মহিলা এমন ছিলেন যাদের আর্থিক কুরবানীর কোন সামর্থ্য ছিল না। এখানে তাদের কিছুই ছিল না কিন্তু পাকিস্তানে তারা পৈত্রিক উত্তরাধিকার সূত্রে ঘর পেয়েছেন, সেই ঘর বিক্রি করে তারা এর মোট অংক যা পাকিস্তানী মুদ্রায় লক্ষ লক্ষ রূপিয়া তা মসজিদ খাতে দিয়ে দেন। একজন যুবক মসজিদ খাতে একটি বড় অংক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বা ওয়াদা করেছিলেন যার একটি অংশ ছিল তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু ওয়াদা সম্পর্কে তার সাথে যোগাযোগ করা হলে সেই যুবকের পিতা বলেন, যেহেতু ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তাই সে নিজেই নিজের অংশ দিবে কিন্তু সেই যুবক বলে যে, না, যেহেতু আমি তার পক্ষ থেকে ওয়াদা করেছি তাই তালাক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও

আমিই এই টাকা পরিশোধ করব এবং পুরো অংক সে প্রদান করে। একদিকে আমরা এমন মানুষও দেখি যারা মহিলাদের প্রাপ্য বৈধ অধিকারও দেয় না আর কাযার সিদ্ধান্ত না মানার কারণে অনেক সময় তাদের শাস্তিও হয়ে যায়। অথচ সেটি মহিলার প্রাপ্য অধিকার এবং পুরুষের জন্য সেটিও অবশ্য প্রদেয় হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখুন! যেমনটি আমি বলেছি, ছাড়াছাড়ি হওয়া সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন আর এমন মানুষই মু'মিন আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য।

মালমো জামাতের একজন যুবক যিনি পার্ট টাইম চাকুরী করতেন, মসজিদের প্রেক্ষাপটে ওয়াদা বৃদ্ধির বা প্রতিশ্রুতির অংক বৃদ্ধি করার কথা বলা হলে তিনি দশ হাজার ক্রোনার থেকে বৃদ্ধি করে এক লক্ষ ক্রোনার লেখান আর পরের সপ্তাহেই পঞ্চাশ হাজার ক্রোনার প্রদানের জন্য মসজিদে পৌঁছেন। যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, এত বড় অংক কোত্থেকে জোগাড় করলেন, আপনার অবস্থায় তাৎক্ষণিক এমন কোন পরিবর্তনও আসে নি আর প্রতিশ্রুতিও দু'বছরে পূর্ণ করার কথা। তখন তিনি বলেন, আমি নিজের গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছি আর এছাড়া যেই অংক ঘরে জমা করা ছিল তা মসজিদ খাতে প্রদানের জন্য নিয়ে এসেছি। আল্লাহ্ তা'লা এই কুরবানীর কল্যাণে তার জন্য স্থায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা করেন। পূর্বের চেয়ে ভালো এবং নতুন গাড়ি ক্রয় করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। এ হলো কুরবানী এবং ত্যাগের সেই প্রেরণা এবং চেতনা যা সর্বত্র দেখা যায়। এটি এই স্থানের কোন বিশেষত্ব নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমন অনেক আহমদী আছেন, এখানে এমন আহমদী হয়তো আরো থাকবে, আমি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এই মসজিদের স্থান, নির্মাণ এবং সংকুলান সম্পর্কেও সংক্ষেপে বলতে চাই। ১৯৯৯ সনে এই মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয় আর তখনই কাউন্সিলে আবেদন পত্র জমা করা দেয়া হয়। এর জন্য জনাব এহসান উল্লাহ্ সাহেব পাঁচ হাজার বর্গমিটার ভূমি খন্ড জামাতের হাতে তুলে দেন। এই জমি একটি টিলার ওপরে দর্শনীয় স্থানে অবস্থিত। একটি মেইন হাইওয়ে এর পাশ দিয়ে যায় যা নরওয়ে এবং সুইডেনকে পুরো ইউরোপের সাথে সংযুক্ত করে। সুইডেন এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান সড়কের সংযোগ স্থাপিত হয় এর মাধ্যমে। এটি বড় এবং খুবই ব্যস্ত একটি রাজপথ। দূর থেকেই মসজিদের সুন্দর এবং গগণচুম্বি অট্টালিকা যাতায়াতকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এটি তাদেরকে নিরবধি তৌহিদের বার্তা প্রদান করে চলছে।

সব আহমদী মসজিদ নির্মাণের পর নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে আর তবলীগের মাধ্যমেও এই মসজিদ সবসময় তৌহিদ বা খোদার একত্ববাদ প্রসারের ভূমিকা পালন করবে আর এর প্রকৃত সৌন্দর্য যা ধর্মীয় শিক্ষারই সৌন্দর্য আর যেই উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করা হয়েছে তা যেন পরিষ্কারভাবে জগতের সামনে প্রতিভাত হবে; আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার এ দোয়াই থাকবে।

এই কমপ্লেক্সের মোট ২৩৫৩ বর্গমিটার যায়গা নির্মাণের আওতায় এসেছে। পাঁচটি ভবন বিশিষ্ট এটি। বড় ভবন হলো, মসজিদে মাহমুদ। এর মোট আয়তন ১৪৯৪ বর্গমিটার বা প্রায় ১৫০০ বর্গমিটার। স্পোর্টস হল ৭৫০ বর্গমিটার। এছাড়া আরো ভবন রয়েছে। মসজিদের দু'টো হল রয়েছে,

একটি ওপরে একটি নিচে। পুরুষদের ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক হলের ব্যবস্থা রয়েছে। কোন কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে, আপনারা মহিলাদেরকে মূল মসজিদে থাকতে দেন না, আলাদা করে দেন। যারা ইসলামের ওপর আপত্তির সুযোগ খুঁজে বেড়ায় তাদের জন্য এটি যথেষ্ট উত্তর যে, একই মসজিদ ব্লকে উভয় হল রয়েছে এবং এই দু'টো হলই সাদৃশ্যপূর্ণ। এই হলের প্রতিটিতে প্রায় পাঁচশত মুসল্লীর নামাযের সংকুলান হয়। ক্রীড়া হলে প্রায় সাতশ' ব্যক্তির নামাযের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ১৭০০ জন মানুষ একত্রে নামায পড়তে পারবে। আজ বাহির থেকে অনেকেই এখানে এসেছেন, তাই মসজিদ পরিপূর্ণ দেখাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ দিনগুলোতে সংকুলানের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি খুবই বড় একটি মসজিদ। পুরো দেশের জামাতও যদি এখানে সমবেত হয় তবুও নামাযীদের জন্য ওপরেও আর নিচেও অর্ধেক জায়গা খালি পড়ে থাকবে। অতএব এখানকার আহমদীদের দায়িত্ব হলো, এখন নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। আজ উদ্বোধন হচ্ছে, আমি এসেছি, এছাড়া অনেকেই বাহির থেকে এসেছেন, তাই দেখা যাচ্ছে, মসজিদ পরিপূর্ণ, ওপরে, নিচে এবং বাহিরেও মানুষ বসে আছে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় যেমনটি আমি বলেছি, মসজিদ এত বড় যে, সারা দেশের জামাতও যদি এখানে একত্রিত হয় তবুও অর্ধেক মসজিদ খালি থাকবে। কাজেই এখানকার আহমদীদের নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। স্থানীয়দের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত করে তাদেরকে তৌহিদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। এটি তাদের প্রতি সহানুভূতিরও দাবি আর সত্যিকার অর্থে এটি তাদের প্রাপ্য। এখানকার সরকার এবং জনসাধারণ তথা এদেশের জনগণ থাকার জায়গা দিয়ে আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছে বা জায়গা প্রদান করে আপনাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান হলো, তাদেরকে খোদার নিকটতর করুন। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সত্যিকার অর্থে তখনই পালিত হবে যদি ইবাদতকারীদের মাধ্যমে এটিকে পরিপূর্ণ করার যথাযথ ব্যবস্থা করেন। যদি আপনারা নিজেরাও এখানে এসে নামাযের মাধ্যমে এটিকে আবাদ করেন আর তবলীগ করে এতদাঞ্চলের মানুষকে ইসলামের শিক্ষার সাথে পরিচিত করেন তবেই এটি সম্ভব। এ কথার প্রতিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"এখন আমাদের জামাতের মসজিদের অনেক প্রয়োজন রয়েছে। মসজিদ খোদার ঘর হয়ে থাকে। যে গ্রাম বা শহরে আমাদের জামাতের মসজিদ নির্মিত হবে নিশ্চিত ধরে নিতে পার যে, সেখানে জামাতের উন্নতির ভীত রচিত হয়েছে। যদি এমন কোন গ্রাম বা শহর থাকে যেখানে মুসলমান সংখ্যায় কম বা যদি মুসলমান আদৌ না থাকে কিন্তু তোমরা সেখানে ইসলামের উন্নতি চাও তাহলে সেখানে একটি মসজিদ বানিয়ে দেয়া উচিত। তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মুসলমানদের আকৃষ্ট করবেন, মুসলমানরাও আসবে আর স্থানীয় মানুষের মাধ্যমেও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু শর্ত হলো, মসজিদ নির্মাণের পিছনে তোমাদের মনমানসিকতা আন্তরিক হওয়া উচিত, শুধুমাত্র খোদা তা'লার খাতিরে তা করা উচিত। কোন স্বার্থ বা দুস্কৃতির যেন এতে কোন প্রকার হাত**

না থাকে। তাহলেই আল্লাহ্ তা'লা আশিসমন্ডিত করবেন।" এই শর্ত নিয়ে সবসময় ভাবতে হবে, পুরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকা চাই। আর কোন প্রকার দুস্কৃতি এবং অনিষ্ট যেন হৃদয়ে না থাকে। সম্পূর্ণরূপে খোদার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করা উচিত। মসজিদ নির্মাণ এবং নির্মাণের পর যদি মসজিদ আবাদ করা হয় তাহলে তা অশেষ এবং অঢেল কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে।

তিনি (আ.) বলেন, **"জামাতের নিজস্ব মসজিদ থাকা চাই যেখানে জামাতের নিজস্ব ইমাম নিযুক্ত থাকবেন যিনি ওয়ায-নসীহত করবেন। জামাতের লোকদের উচিত, সম্মিলিতভাবে এতে বাজামাত নামায পড়া।** তিনি (আ.) আরো বলেন, **জামাত এবং ঐক্যে অসাধারণ বরকত ও কল্যাণ অন্তর্নিহিত আছে।**" এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, সব জায়গার আহমদীদের এটি স্মরণ রাখা উচিত, তারা নরওয়ের মানুষ হোক বা ডেনমার্কের বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আহমদীরাই হোন না কেন। মসজিদ আবাদ করার পিছনে উদ্দেশ্য হলো, জামাতের ঐক্যের ভিতকে দৃঢ় করা। আমাদের সবার এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, **ভেদাভেদের ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এখন ঐক্য এবং একতাকে অনেক দৃঢ় করা উচিত।** ঐক্য, একতা, প্রেম এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে উন্নতি করুন। ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বিষয়াদি উপেক্ষা করা উচিত। আপনারা ছোট ছোট বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও কুধারণা পোষণ পরিহার করুন। তুচ্ছ বিষয়াদি পরিহার করা উচিত যা বিভেদের কারণ হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী শিক্ষা যা মুসলমানরা শুধু ভুলেই বসেনি বরং বিভিন্ন প্রকার বিদআতের সূচনা করে ফির্কাবাজিতে লিপ্ত হয়ে ইসলামী মূল্যবোধ তো দূরের কথা চারিত্রিক মূল্যবোধকেও ভুলে বসেছে, আমাদের উচিত এসব থেকে দূরে থেকে স্বার্থপরতার পরিবর্তে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। অন্যদের অবস্থা দেখে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। আর আমাদের এক ও অখন্ড সত্তায় পরিণত হওয়া উচিত। ঐক্য এবং অখন্ডতা সৃষ্টি করুন আর এর জন্য খোদার বর্ণিত রীতি অনুসরণ করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামায এবং মসজিদের প্রেক্ষাপটে আমাদের যেসব নসীহত করেছেন বা উপদেশ দিয়েছেন এখন আমি তা উপস্থাপন করছি।

তিনি (আ.) বলেন, **"জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়ার সওয়াব এবং এর পুণ্য নির্ধারণ করার কারণ হলো, এরফলে ঐক্য সৃষ্টি হয়। আর বাস্তবে এই ঐক্যের প্রতিফলন ঘটানোর ওপর এতটা জোর দেয়া হয়েছে যে, (বলা হয়েছে) পা-ও যেন পরস্পরের সমান হয় অর্থাৎ তোমরা যখন সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াও তখন পা যেন সমান থাকে গোড়ালী একলাইনে থাকে, সোজা থাকে। সারি সোজা হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো আবশ্যক। এর উদ্দেশ্য হলো, এটি দেখানো যে, তারা এক অখণ্ড মানবসত্তার অংশ। আর যেন একের জ্যোতি অন্যের মাঝে সঞ্চালিত হয়।** কারো মাঝে আধ্যাত্মিকতা বেশি, কারো মাঝে কম। তিনি (আ.) বলেন, **আধ্যাত্মিকতার এই জ্যোতি যেন পরস্পরের মাঝে সঞ্চারিত বা সঞ্চালিত হয়। সেই পার্থক্য যেন না থাকে যার ফলে স্বার্থপরতা এবং অহংকার দানা বাধতে পারে।** এই ছিল তাঁর বাসনা। স্বার্থপরতা এবং অহংকার যেন পুরোপুরি দূর হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, **ভালোভাবে স্মরণ রেখ! মানুষের মাঝে পরস্পরের জ্যোতি আকর্ষণের শক্তি রয়েছে আর**

এই ঐক্যের জন্যই নির্দেশ হলো, দৈনন্দিন নামায পাড়ার মসজিদে আর সপ্তাহের পর শহরের মসজিদে আর বছান্তে ঈদগাহে সমবেত হবে। সারা পৃথিবীর মানুষ বছরে বা জীবনে একবার যেন বায়তুল্লায় সমবেত হয়। এই এসব নির্দেশের উদ্দেশ্যই হলো, সেই ঐক্য। নামায থেকে হজ্জ্ব পর্যন্ত যত নির্দেশ রয়েছে, যত ইবাদত রয়েছে এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, ঐক্য। এসব ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদেরকে এক অখণ্ড জাতিসত্তায় পরিণত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সবচেয়ে বেশি মতভেদ এবং দলাদলি মুসলমানদের মাঝেই বিরাজমান। অতএব আমাদের আহমদীদেরকে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

তিনি (আ.) বলেন, **মসজিদের মূল সৌন্দর্য ভবণ বা অট্টালিকার মাঝে নিহিত নয় বরং সেসব নামাযীর সাথে তা সম্পর্কযুক্ত যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে, আন্তরিকতার সাথে নামায পড়ে, নতুবা এসব মসজিদ বিরাণ পড়ে আছে,** মুসলমানদের মসজিদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন। তিনি (আ.) বলেন, **মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছোট্ট ছিল, খেজুর পাতা দিয়ে এর ছাউনি দেয়া হয়েছিল। বৃষ্টির সময় চাল চুয়ে পানি পড়ত, মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মহানবী (সা.)-এর যুগে দুনিয়ার কীটরাও এক মসজিদ নির্মাণ করেছিল। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তা ভূপাতিত করা হয়েছে, সেই মসজিদের নাম ছিল 'মসজিদে যিরার' অর্থাৎ ক্ষতিকর মসজিদ। সেই মসজিদকে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মসজিদের জন্য নির্দেশ হলো, তাকওয়ার উদ্দেশ্যে তা নির্মিত হওয়া উচিত।**

অবশ্যই ত্যাগ এবং কুরবানীর প্রেরণা, চেতনা যা নর-নারী, পুরুষ-মহিলা ও শিশুদের মাঝে এই মসজিদের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে, বিশেষ করে শিশুদের নিঃস্বার্থ এবং নিষ্পাপ কুরবানী যা সকল কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে, তা এ কথার প্রমাণ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া এবং শিক্ষা, আমাদের মোটের ওপর ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অন্তঃদৃষ্টি দিয়েছে এবং আমাদের মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা জাগতিক নয়, সম্পূর্ণভাবে ইবাদতকারীদের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। তাকওয়ার ওপর পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। অতএব খোদার সন্তুষ্টির জন্য কৃত প্রতিটি কাজের পর এই চিন্তা করা উচিত যে, কোন একটি লক্ষ্য অর্জনের পর আমরা যেন আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন না হয়ে যাই। এই কথা মনে না করি যে, একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে আমাদের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে, সব কাজ সাধন হয়েছে। এমন নয় বরং আমাদের আসল কাজ এই মসজিদ নির্মাণের পরেই আরম্ভ হয়েছে, এখানে বসবাসকারী সবাইকে একথা স্মরণ রাখতে হবে। وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ জিন্ন এবং ইনসানকে আমরা ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি- এই নির্দেশ অনুসারে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদেরকে ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে আর ইবাদতের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি পালিত হয় মসজিদে উপস্থিতি বৃদ্ধির মাধ্যমে। যেভাবে হাদীসের আলোকে আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। এরপর দেখুন! নিজ প্রিয়দের সাথে খোদা তা'লার স্নেহের বহিঃপ্রকাশ, বিভিন্ন নিয়ামতে তাদেরকে ধন্য করার দৃষ্টান্ত দেখুন। মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জানিয়েছেন, **যারা মসজিদে এসে বাজামাত নামায পড়ে তারা সাতাশ গুণ বেশি পুণ্যের ভাগী হয়।** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত আরেক হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, **এক ব্যক্তির জামাতের সাথে পড়া নামায তার সেই নামায থেকে পঁচিশ গুণ মতান্তরে**

সাতাশ গুণ বেশি উত্তম যা সে নিজের ঘরে বা বাজারে পড়ে। এর কারণ হলো, সে যখন ওযু করে আর ভালোভাবে ওযু করে আর মসজিদের উদ্দেশ্যে, শুধু নামাযের মানসে বের হয় তাহলে যে পদক্ষেপই সে নেবে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তার মর্যাদা একগুণ বৃদ্ধি করা হবে আর এর ফলে তার একটি পাপ দূরীভূত হবে। সে নামায পড়ে যতক্ষণ জায়নামাযে বসে থাকবে ততক্ষণ ফিরিশ্‌তা তার জন্য রহমত বারির দোয়া করতে থাকবে। তারা কি দোয়া করবে? তারা বলবে, 'হে আল্লাহ্! এর ওপর বিশেষ রহমত বর্ষণ কর, তার প্রতি করুণা কর। তিনি (সা.) আরো বলেন, **তোমাদের কোন ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে সে নামাযরত গণ্য হয়।** এই কথা মনে করবেন না যে, খোদা তা'লা অপেক্ষার পুরস্কার দেন না, মসজিদে এসে যারা নামাযের অপেক্ষায় থাকে তারাও পুণ্যের ভাগী হয়।

আরেকটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যে সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতে তার জন্য আতিথ্যের উপকরণ প্রস্তুত করেন।'** অতএব মসজিদে আগমনকারীরা খোদার অতিথি হয়ে থাকেন। এই মসজিদ নির্মাণের প্রকৃত কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাদেরকে পারস্পরিক স্নেহ এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ পূর্বের চেয়ে বেশি করতে হবে, আপনারা যারা এখানে আছেন তাদের করতে হবে বা পৃথিবীর যেখানেই আহমদীরা বসবাস করে, যখন মসজিদে যাবেন সেখানে মসজিদের প্রতি এই দায়িত্বও পালন করবেন। আপনাদেরকে এই মসজিদ নির্মাণের পর পূর্বের চেয়ে বেশি ইসলামী শিক্ষার বাস্তব নমুনা দেখাতে এবং অবহিত করতে হবে, যেভাবে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **মসজিদ মুসলমান বানানোর কারণ হবে।** যদি আমাদের কর্ম ইসলামী শিক্ষা সম্মত না হয়ে থাকে, যদি আমরা ইসলামের বাণী প্রচার না করে থাকি, তাহলে মানুষ মসজিদ দেখে নিঃসন্দেহে এ দিকে আকৃষ্ট হবে, মনোযোগী হবে, কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, মসজিদ হাইওয়ের রাজপথের কোল ঘেঁষে অবস্থিত, উজ্জ্বল গম্বুজ, দূর থেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু এই মনোযোগ আকর্ষণ কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি হবে। মসজিদের মূল সৌন্দর্য তখন চোখে পড়বে যখন এতে ইবাদতকারীরা এই মসজিদে ইবাদতের কল্যাণে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য প্রকাশ করবে। অতএব সাময়িক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেই সাময়িক কুরবানী করেছেন তাও অবশ্যই প্রশংসনীয়, অনেকেই সাময়িক কুরবানী করেছেন, আর অনেকেই বেশ কয়েক বছর ধরে কুরবানী করে আসছেন। বিশেষ করে শিশু এবং যুবকদের পক্ষ থেকে এমনটি হয়েছে কিন্তু অব্যাহত কুরবানীর যুগ এখন সূচিত হচ্ছে বা হয়েছে। এই মসজিদের যে বাহ্যিক সৌন্দর্য রয়েছে সেটিকে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করুন। এটি অনেক বড় একটি কাজ যা আমাদের করতে হবে, এখানকার মানুষকে করতে হবে। মসজিদের যে বাহ্যিক সৌন্দর্য সেটিকে আভ্যন্তরীণ এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে পরিণত করতে হবে। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য এক ধারাবাহিকতার দাবি রাখে, এক অব্যাহত প্রচেষ্টার নাম এটি। অতএব সব আহমদীর উচিত হবে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার, অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করা।

আমি প্রথম দিকে যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছি, তার প্রথম আয়াতটি হলো সূরা তওবার । এতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'আল্লাহ্‌র মসজিদ কেবল তারা আবাদ করে যারা আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান আনে, আর পরকালে ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না, অচিরেই এমন মানুষ হিদায়াত প্রাপ্তদের মাঝে গণ্য হবে'।**

অতএব মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান আনা আর ঈমান তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন মানুষ সকল প্রকার শির্‌কমুক্ত থাকে, শির্‌ক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে আর আল্লাহ্ তা'লাকে সবকিছুর দাতা জ্ঞান করে আর এরপর রয়েছে পরকালের প্রতি ঈমান ও এর বিভিন্ন অনুষঙ্গ। আখেরাত ব্যাপক একটি বিষয় কিন্তু মানুষ যদি কেবল এই বিষয় নিয়েই চিন্তা করে যে, পরকাল ইহজগৎ থেকে শ্রেয় তাহলে জাগতিক তুচ্ছ বিষয়াদি হস্তগত করার পিছনে নিজের সকল শক্তি ব্যয়ের পরিবর্তে পরকালের নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য মানুষের চেষ্টা করার কথা।

আল্লাহ্ তা'লা এক জায়গায় বলেন, 'وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا' (সূরা ইউসুফ: ১১০) অর্থাৎ আখিরাতের নিবাস যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য অবশ্যই অধিক উত্তম। মসজিদ নির্মাণ করে এক মু'মিন নিজের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে কিন্তু মসজিদের আবাদী তাকওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। অতএব মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত দায়িত্ব তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেই পালিত হবে। তাকওয়া সম্পর্কে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

মুত্তাকী হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, বড় বড় পাপ যেমন ব্যভিচার, চুরি, অন্যের অধিকার খর্ব করা, অধিকার পদদলিত করা, লোক দেখানো, আত্মশ্লাঘা, অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, কার্পণ্য ইত্যাদি পুরোপুরি পরিত্যাগ করে, বদভ্যাস সমূহ ছেড়ে দিয়ে উন্নত আচার-আচরণে উন্নতি করা। নোংরা এবং বাজে অভ্যাস পরিত্যাগ করা এবং উন্নত গুণাবলী শুধু অবলম্বনই নয় বরং সেক্ষেত্রে উন্নতি করতে হবে। **মানুষের সাথে কোমল আচরণ, সুন্দর ব্যবহার এবং সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার কর। এই হলো আখলাক এবং এই হলো তাকওয়া। মানুষের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ কর, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর, সে যে-ই হোক না কেন, মুসলমান হোক বা অমুসলিম, আপন হোক বা পর খোদার প্রতি সত্যিকার নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা উচিত। ধর্ম সেবার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তার এমন কাজ করা উচিত যার ফলে খোদার স্নেহ দৃষ্টি পড়বে। এসব কাজের মাধ্যমে মানুষ মুত্তাকী আখ্যায়িত হয়। যারা এসব গুণাবলীর সমাহার হয়ে থাকে তারাই সত্যিকার মুত্তাকী হয়ে থাকে অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে কারো মাঝে যদি একটি নৈতিক বা চারিত্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাহলে সে মুত্তাকী আখ্যায়িত হবে না। যখন এক ব্যক্তির মাঝে এসব নৈতিক সৌন্দর্যের সমাহার ঘটবে তখন সে মুত্তাকী আখ্যায়িত হয়।** এটি নয় যে, একটি নেক কর্ম করল, চাঁদা দিল নেকী হয়ে গেল, নামায পড়ল সৎকর্ম হয়ে গেল। চাঁদা, নামায, মানুষের সেবা, মানুষের প্রতি সহানুভূতি, উন্নত ব্যবহার, উন্নত চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং ভাল ব্যবহারই মুত্তাকী হওয়ার লক্ষণ। মোটের ওপর তার মাঝে যতক্ষণ চারিত্রিক গুণাবলীর সামাহার না ঘটবে সে মুত্তাকী গণ্য হতে পারে না।

অতএব আমি যেমনটি বলেছি, আমাদের দায়িত্ব ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মসজিদের প্রেক্ষাপটে দায়িত্ব সূচারুরূপে পালনের জন্য একটি বড় বিপ্লব আমাদের মাঝে আনয়ন করতে হবে। এরপর নামায কায়েমের প্রতি তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। নামায কায়েমের অর্থ হলো পাঁচবেলা বাজামাত নামায পড়া। অতএব এই মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের সংখ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন নামাযীদের সংখ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে যারা একনিষ্ঠভাবে খোদার ইবাদত করতে চায় বা একনিষ্ঠভাবে খোদার ইবাদতকারী। এরপর যাকাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে গরীবদের অধিকারের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। একজন প্রকৃত মু'মিন যে আল্লাহ্ এবং

পরকালে বিশ্বাস রাখে সে নামায কায়েম এবং ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা ছাড়াও অবশ্যই নিজের সম্পদকে পবিত্র করারও চিন্তা করবে। সম্পদকে পবিত্র করার সর্বোত্তম উপায় হলো, সম্পদ খোদার পথে ব্যয় করা এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদানের মানসে খরচ করা। আর আর্থিক কুরবানীর সেই সঠিক বুৎপত্তি এবং জ্ঞান আজকের যুগে আহমদী ছাড়া অন্য কারো মাঝে দেখা যায় না।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েক স্থানে যাকাত প্রদানের প্রতি এবং সম্পদ খরচের প্রতি, বিশেষভাবে যাকাত প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনেকেই বলে, জামাতে যাকাত প্রদানের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেয়া হয় না। অথচ এটি ইসলামের মৌলিক একটি নির্দেশ, এটিকে উপেক্ষা করে চাঁদার ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। এই ধারণা ভ্রান্ত। যাকাত যার জন্য আবশ্যক তার দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করা হয়। আর বার বার তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। আমি বেশ কয়েকটি খুতবায় বেশ কয়েক বছর থেকে বিশদভাবে বিভিন্ন সময় এর ওপর আলোকপাত করেছি। এটি কীভাবে হতে পারে যে, আমরা এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করব না, খিলাফত ব্যবস্থার সাথে এক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাতের সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। আয়াতে 'ইস্তেখলাফ' যে আয়াতে খিলাফত ব্যবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং দিক-নির্দেশনা রয়েছে এর পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্ তা'লা নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদি অন্যান্য চাঁদা এবং তাহরীকের প্রতি আহ্বান করা হয় তাহলে এর কারণ হলো, যাকাত সবার জন্য আবশ্যক নয়, এর একটা হার আছে, যাকাতের কিছু শর্ত আছে, আর শুধুমাত্র এ যাকাত দিয়েই সব ব্যয়ভার নির্বাহ হতে পারে না। জামাতের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীতে যত ব্যাপক কার্যক্রম চলছে এর নির্বাহের জন্য অন্যান্য চাঁদার প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। ওসীয়্যত এবং রীতিমত নিজের জন্য আবশ্যক মনে করে প্রত্যেক মাসে চাঁদা প্রদান বা প্রদানের এই যে ব্যবস্থা এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত বা সূচিত। যাহোক, এর বিস্তারিত আলোচনায় এখন আমি যাব না, শুধু কথা প্রসঙ্গে বললাম। আমি শুধু এটি বলতে চাই যে, মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় আর সেই দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেও এটি হবে আর পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখার মাধ্যমেও এটি সম্ভব। নিজের তাকওয়ার ওপর দৃষ্টি রেখে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যদি চেষ্টা করেন তবেই এই দায়িত্ব পালিত হতে পারে। নামায কায়েম এবং সৃষ্টির সেবার মাধ্যমেই এই দায়িত্ব পালিত হবে। এই যুগে ধর্ম দৃঢ়তা লাভ করেছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এবং তাঁর মাধ্যমেই হওয়ার ছিল, কেননা তিনি মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঠিয়েছেন ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। ইসলামের হারিয়ে যাওয়া কাঠামো এবং সৌন্দর্য পুনঃর্বহালের জন্য। তিনি খাতামুল খুলাফাও। আর পৃথিবীকে একথা জানানোর জন্য তিনি এসেছেন যে, ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য কী। পৃথিবীর মানুষ যেন ইসলামের সৌন্দর্য দেখতে পায় এবং অনুধাবন করতে পারে, এটি তাঁর আগমণের উদ্দেশ্য।

আমি দ্বিতীয় যে আয়াতটি পাঠ করেছি তা সূরা হজ্জের আয়াত, যাতে আল্লাহ্ তা'লা সেসব লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যখন তাদের তিনি ক্ষমতা দেন বা দৃঢ়তা দান করেন তারা যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক হয় সেগুলোর মাঝে রয়েছে নামায কায়েম, যাকাত প্রদান, সৎকাজের

প্রসার, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। এযুগে যার মাধ্যমে পৃথিবীতে দৃঢ়তা লাভ হওয়ার ছিল, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, তিনি হলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)। খিলাফত ব্যবস্থা তাঁর মাধ্যমেই এই যুগে সূচিত হওয়ার ছিল আর তা হয়েছে। আজ সমগ্র বিশ্বে একমাত্র আহমদীয়া জামাতেই সেই খিলাফত ব্যবস্থা রয়েছে যা সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার করছে, যেই খিলাফত ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র বাণী পৃথিবীতে প্রচার করছে, যা ইবাদত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে চলেছে, ফিৎনা এবং নৈরাজ্যের স্থান গড়ে তুলছে না আর এসব বিষয়গুলোই দৃঢ়তা লাভের কারণ। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা প্রচার করে ইসলামের জন্য তা সম্মান, দৃঢ়তা এবং মাহাত্ম্য বয়ে আনছে, এর কল্যাণে ইসলামের শক্তি, সম্মান এবং মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই সব আহমদীর অনেক বড় দায়িত্ব হলো, এ সম্পর্কে চিন্তা করা আর এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে বুঝা ও অনুধাবন করা আর এর জন্য অঙ্গীকার পালনের মাধ্যমে নিজেদের চিন্তা-ধারাকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করার স্থায়ী চেষ্টা অব্যাহত রাখা। এই আয়াতের আলোকে একথা সব সময় দৃষ্টিগোচর রাখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার বা প্রকৃত বান্দারা আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চায় আর তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য পায়। মানুষ যদি সৎ হয়ে থাকে এবং সত্যিকার মু'মিন হয়ে থাকে আর সে যখন আল্লাহ্‌কে সাহায্যের জন্য ডাকে তখন সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য পায়। তারা নিজেদের সব শক্তি, সামর্থ্য এবং যোগ্যতা মানবতার কল্যাণে ব্যয় করে, আর একই সাথে খোদার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করে। খোদাভীতি যারা রাখে, যারা খোদাকে ভয় করে তারা ঈমানেও অগ্রগামী থাকে। তারা তাকওয়ার চার দেয়ারের মাঝে জীবন অতিবাহিত করে আর অন্যদেরকেও সৎকর্মের নির্দেশ এবং পরামর্শ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন এসব কথা বুঝি এবং অনুধাবন করি আর খোদার অধিকারও প্রদানকারী হই, পারস্পরিক ভালোবাসার ক্ষেত্রেও উন্নতি করি, মসজিদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদানকারী হই, তবলীগের দায়িত্বও পালনকারী হই, আর্থিক কুরবানীর আবেগ-উচ্ছ্বাস যেন আমাদের মাঝে যেন সাময়ীক না হয় বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির স্থায়ী প্রেরণা এবং চেতনা যেন আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। এই যুগের ইমাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের সাথে বয়আতের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তা যেন পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।